http://www.elearninginfo.in

মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ-বাতাস মুখরিত গানে,
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

১৯১. আমার কাজ

আমি চাই কথাগুলোকে
পারের ওপর দাঁড় করতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্র্যাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।

১৯২. যত দূরেই যাই

আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম—

আমি যত দূরেই যাই।

আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা

আমি যত দূরেই যাই।

বীরেন্দ্র চেট্টোপাধ্যায়

১৯৩. মুখোশ (জ. ১৯২০)

কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে,
রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা খেলা,
পৃথিবীর সেই সব যুবক-যুবতী
রোজ ভোরবেলা
ঘরে কিংবা রেস্তোরাঁয় চা দিয়ে বিস্কুট খেতে-খেতে
হঠাৎ আকাশে ছোঁড়ে দু-চারটি কল্পনার ঢেলা :

এবং হাজারে কয় রান ক'রে আউট হ'য়ে গেছে
ভুলে গিয়ে তারা হয় হঠাৎ অদ্ভুত।
যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে সকল অসুখ,
যুবককে মনে হয়, কোনো-এক রহস্যের দূত
কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোনো প্রণয়ীর কাছে;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেন্টের মারে নেই এই সব খুঁত।

কান্নাকে সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজে তাই,
যুবককে ভুলে যাই, যুবতীকে দূরে-দূরে রাখি;
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়
দিনগুলি বাসি বড়ো, বিবর্ণ, একাকী,
প্রেমিক কি উদ্বাস্তুর মতো এক সমস্যায় নিতান্তই মূর্খ হ'য়ে গেছে;
আমার কী আসে যায়, তুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো ফাঁকি।

অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে,
হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গ'লে হবো নদী।